বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

অর্থ বৎসর ২০০৪-২০০৫

১৮ টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক ও জনপথ বিভাগ

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

(প্রথম খন্ড)

অডিটের সংক্ষিপ্তসার

(Executive Summary)

বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
অডিট ভবন, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(আহমেদ আতাউল হাকিম)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখ ঃ.....১৬.১২.১৪১৪.....বঙ্গাব্দ
৩০.০৩.২০০৮.....খ্রিষ্টাব্দ

নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্যসমূহ

১।	নিরীক্ষা অর্থবছর (Audited Year)	ঃ ২০০৪-২০০৫
২।	নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান (Audited Units)	ঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ১৮টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
৩।	নিরীক্ষার প্রকৃতি (Nature of Audit)	ঃ বাৎসরিক আর্থিক ও পরিপালন অডিট (Yearly Financial & Compliance Audit)
৪।	নিরীক্ষা পদ্ধতিসমূহ (Audit Methodology)	ঃ বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি
৫।	নিরীক্ষা কৌশল (Audit Approach)	ঃ নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ভাউচিং অডিট (Local Vouching Audit by Sampling)
৬।	নিরীক্ষা তথ্য সংগ্রহ (Audit Information Collection Technique)	ঃ চাহিদাপত্র ইস্যুকরণ ও রেকর্ডপত্রের দৈবচয়ন (Issuance of Requisition and Random Sampling of Records
৭।	নিরীক্ষা তথ্যসমূহের ধরন (Pattern of Audit Information)	ঃ মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত মৌলিক তথ্যসমূহ (Basic Information Found at Field Level)

অডিট ফাইন্ডিংস এর সংক্ষিপ্তসার (Summary of Audit Findings)

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকা
১।	পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদন ব্যতীত উন্নয়ন প্রকল্পে অনিয়মিত ব্যয়।	৩,২০,৯৮,৭২১
২।	সড়ক বিভাগের জমি ব্যক্তিমালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হওয়ায় ক্ষতি	৪,৩৩,৪১,৫৫২
৩।	আর্থিক বিধি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষা করে বাজেট বরাদ্দ ব্যতীত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সরকারের দায়-দেনা সৃষ্টি।	২,৬১,৩৩,৯২৬
৪।	আর্থিক বিধি উপেক্ষা করে বরাদ্দ অতিরিক্ত অর্থের দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশের ফলে সরকারের দেনা সৃষ্টি।	১,৫৭,৭০,৮৩৮
৫।	বাৎসরিক কর্মসূচি বহির্ভূত কার্যসম্পাদনকরতঃ বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও বিল পরিশোধ।	৩২,৭১,৭৩১
৬।	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত মূল প্রকল্প হতে বাদ দেয়া অংশে অনিয়মিতভাবে প্রাক্কলন সংশোধনের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ দেখিয়ে পরিশোধ।	১,৬৪,৬৩,৩১২
৭।	পিপি অনুমোদন ব্যতীত বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যয়।	৮৭,৫৯,৩৯৪
৮।	মন্ত্রণালয় ও প্রধান প্রকৌশলীর আদেশ উপেক্ষা করে টেন্ডার বহির্ভূত কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৪৪,৭৫,৭৩৩
৯।	ইজারা চুক্তি মূল্য অপেক্ষা বিভাগীয়ভাবে কম টোল আদায়জনিত ক্ষতি	২০,৪৪,৬৮৬
১০।	মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে একই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ২২.৮৯% অধিক মূল্যের সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদনপূর্বক অনিয়মিতভাবে ব্যয় নির্বাহ।	১৭,১৮,৯৭৬
১১।	কোডাল বিধি উপেক্ষা করে কোন প্রকার প্রাক্কলন অনুমোদন ও টেন্ডার আহ্বান ছাড়াই কার্যাদেশ প্রদানকরতঃ অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	১৫,৮৬,১৪৮
১২।	আবাসিক টেলিফোনে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত কল বিল বাবদ অর্থ আদায় করা হয়নি।	১০,৬২,৯২৫
১৩।	ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ কাজের দু'টি চুক্তির একটিতে ব্রিক সোলিং এবং অন্যটিতে হেরিং বন্ড ব্রিকস্ উঠানো না দেখানোর ফলে সরকারের ক্ষতি।	৪,৩০,৫১৬
১৪।	সাইট অফিস না থাকা সত্ত্বেও সংশোধিত প্রাক্কলনে সাইট অফিসের কাজ অন্তর্ভুক্ত করে বিল পরিশোধজনিত ক্ষতি।	৩,০২,৭৩৯
	সর্বমোট	১৫,৭৪,৬১,১৯৭

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ
(Causes of Irregularities and Losses)

১। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা

২। বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরী অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা

৩। আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা

৪। অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য

৫। সঠিকভাবে হিসাবরক্ষণে দায়িত্বশীলতার পরিচয় না দেয়া

৬। নিবিড় তদারকির অভাব

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু (Management Issues)

- ❑ দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
- ❑ সঠিক হিসাবরক্ষণে দায়িত্বশীল হওয়া
- ❑ অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা রোধ করা
- ❑ সরকারি পাওনা আদায়ে কঠোর অবস্থান
- ❑ বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা পরিহার করা

অডিটের সুপারিশ
(Suggestion of Audit)

- প্রতিবেদনে/রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিতকরণ।
- অডিট আপত্তি নিরসনে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ হস্তক্ষেপ নিশ্চিতকরণ।
- আর্থিক বিধি-বিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তা নিরসনকল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১৮ টি নির্বাহী প্রকৌশলী অফিসের ২০০৪-২০০৫ সনের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে ভাউচিং নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনয়ন করাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃংঙ্খলা আনয়ন এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এই রির্পোটটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত

ঢাকা
তারিখঃ

(মোঃ আব্দুল বাছেত খান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০০৭/০৮-৩০১৫কম/এ-৭১৩ কপি, ২০০৭।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

অর্থ বৎসর ২০০৪-২০০৫

১৮টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক ও জনপথ বিভাগ

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

(দ্বিতীয় খন্ড)

মূল অডিট আপত্তিসমূহ

(Original Audit Objections)

বাংলাদেশের

কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট ভবন, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২নং অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ ১৬.১২.১৪১৪ / ৩০.০৩.২০০৮ বঙ্গাব্দ / খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত

(আহমেদ আতাউল হাকিম)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

খ

আপত্তির সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
১।	পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদন ব্যতীত, উন্নয়ন প্রকল্পে অনিয়মিত ব্যয়।	৩,২০,৯৮,৭২১	১
২।	সড়ক বিভাগের জমি ব্যক্তিমালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হওয়ায় ক্ষতি	৪,৩৩,৪১,৫৫২	২
৩।	আর্থিক বিধি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষা করে বাজেট বরাদ্দ ব্যতীত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সরকারের দায়দেনা সৃষ্টি।	২,৬১,৩৩,৯২৬	৩
৪।	আর্থিক বিধি উপেক্ষা করে বরাদ্দ অতিরিক্ত অর্থের দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশের ফলে সরকারের দেনা সৃষ্টি।	১,৫৭,৭০,৮৩৮	৪
৫।	বাৎসরিক কর্মসূচী বহির্ভূত কার্যসম্পাদনকরতঃ বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও বিল পরিশোধ।	৩২,৭১,৭৩১	৫
৬।	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত মূল প্রকল্প হতে বাদ দেয়া অংশে অনিয়মিতভাবে প্রাক্কলন সংশোধনের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ দেখিয়ে পরিশোধ।	১,৬৪,৬৩,৩১২	৬
৭।	পিপি অনুমোদন ব্যতীত বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যয়।	৮৭,৫৯,৩৯৪	৭
৮।	মন্ত্রণালয় ও প্রধান প্রকৌশলীর আদেশ উপেক্ষা করে টেন্ডার বহির্ভূত কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৪৪,৭৫,৭৩৩	৮
৯।	ইজারা চুক্তি মূল্য অপেক্ষা বিভাগীয়ভাবে কম টোল আদায়জনিত ক্ষতি	২০,৪৪,৬৮৬	৯
১০।	মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে একই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ২২.৮৯% অধিক মূল্যের সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদনপূর্বক অনিয়মিতভাবে ব্যয় নির্বাহ।	১৭,১৮,৯৭৬	১০
১১।	কোডাল বিধি উপেক্ষা করে কোন প্রকার প্রাক্কলন অনুমোদন ও টেন্ডার আহ্বান ছাড়াই কার্যাদেশ প্রদানকরতঃ অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	১৫,৮৬,১৪৮	১১
১২।	আবাসিক টেলিফোনে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত কল বিল বাবদ অর্থ আদায় করা হয়নি।	১০,৬২,৯২৫	১২
১৩।	ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ কাজের দু'টি চুক্তির একটিতে ব্রিক সোলিং এবং অন্যটিতে হেরিং বন্ড ব্রিকস্ উঠানো না দেখানোর ফলে সরকারের ক্ষতি।	৪,৩০,৫১৬	১৩
১৪।	সাইট অফিস না থাকা সত্ত্বেও সংশোধিত প্রাক্কলনে সাইট অফিসের কাজ অন্তর্ভুক্ত করে বিল পরিশোধজনিত ক্ষতি।	৩,০২,৭৩৯	১৪
	সর্বমোট	১৫,৭৪,৬১,১৯৭	

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১।	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল মহোদয়ের মন্তব্য	ক
২।	আপত্তির সারসংক্ষেপ	খ
৩।	১৮টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক ও জনপথ বিভাগের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ	১—১৪

অনুচ্ছেদ নং ঃ ১

শিরোনামঃ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদন ব্যতীত উন্নয়ন প্রকল্পে অনিয়মিত ব্যয় ৩,২০,৯৮,৭২১ (তিন কোটি বিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশত একুশ) টাকা ।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, সিলেট অফিসের ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় দেখা যায়, জেলা সড়ক (উন্নয়ন) প্রকল্পের ২টি কোডের ৩টি সড়কে পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন ছাড়া ৩,২০,৯৮,৭২১ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- জি, এফ, আর ৮৭—৯২ মোতাবেক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অর্ন্তভুক্তির জন্য প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ পরিকল্পনা কমিশনের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রণীত ও অনুমোদিত হতে হবে এবং উন্নয়ন বাজেটে অর্থ বরাদ্দ থাকতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি ।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। অনুমোদন বিলম্ব হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে উক্ত ব্যয় সম্পন্ন হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- সড়ক বিভাগের জবাবে অডিট আপত্তির বস্তুনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর্থিক বিধি উপেক্ষা করে পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন ছাড়া ব্যয় নির্বাহ আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- প্রকল্প অনুমোদন ছাড়া অনিয়মিত ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ২

শিরোনাম ঃ সড়ক বিভাগের জমি ব্যক্তিমালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হওয়ায় ক্ষতি ৪,৩৩,৪১,৫৫২ (চার কোটি তেত্রিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশত বায়ান্ন) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, টাঙ্গাইল কার্যালয়ের ২০০৪-০৫ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায়, টাঙ্গাইল জেলা মির্জাপুর থানার উজানবাড়ী মৌজার জে, এল নম্বর ৩১ এ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ২৩.০৭ একর।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- কিন্তু নিরীক্ষাধীন বিভাগ কর্তৃক যথাযথ উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ না করার ফলে উক্ত ২৩.০৭ একর জমির মধ্যে মাত্র ১৬.৯৪ একর জমি সড়ক বিভাগের এর নামে রেকর্ড হয় (পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য)।
- অবশিষ্ট ৬.১৩ একর জমি ব্যক্তিমালিকানায় রেকর্ড করা হয়েছে।
- ফলে উক্ত জমির মূল্য ৪,৩৩,৪১,৫৫২ টাকা যা সড়ক বিভাগের ক্ষতি হিসেবে গণ্য।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ব্যক্তিমালিকানায় রেকর্ড হওয়ায় জে. এল. নং ৩১ ধারা অনুযায়ী আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে এবং সরকারের নামে রেকর্ডভুক্ত করার প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সড়ক বিভাগের জবাবে অডিট আপত্তির বস্তুনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ব্যক্তিমালিকানায় রেকর্ডভুক্ত জমি পুনরুদ্ধারপূর্বক সড়ক বিভাগের নামে রেকর্ডভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ৩

শিরোনাম আর্থিক বিধি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষা করে বাজেট বরাদ্দ ব্যতীত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে দায়দেনা সৃষ্টি ২,৬১,৩৩,৯২৬ (দুই কোটি একষট্টি লক্ষ তেত্রিশ হাজার নয়শত ছাব্বিশ) টাকা ।

বিষয়বস্তু ঃ

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৩টি কার্যালয়ের ২০০০—০৫ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায়, বাজেট বরাদ্দ ব্যতীত দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদান করে মোট ২,৬১,৩৩,৯২৬ টাকার দায়দেনা সৃষ্টি করা হয়েছে [(পরিশিষ্ট-৩(ক) হতে (গ) দ্রষ্টব্য)]।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- জি.এফ.আর বিধি-৯, অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং অম/অবি/উষা/বিবিধ-৭৬/০২/৮৩৮ তাং-২২-১২-০৪ এবং সিপিডব্লিউডি কোডের প্যারা ৫৮ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ছাড়া কোন অবস্থাতেই দায় সৃষ্টি করা যাবে না। আলোচ্যক্ষেত্রে আর্থিক বিধি লংঘন করে সরকারের দায়দেনা সৃষ্টি করা হয়েছে।

কর্তপক্ষের জবাব ঃ

- উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক উল্লেখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- আর্থিক বিধি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে বাজেট বরাদ্দ ছাড়া ব্যয়ের কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ প্রদানের কোন বৈধতা নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সরকারের দায়দেনা সৃষ্টির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ৪

শিরোনাম ঃ আর্থিক বিধি উপেক্ষা করে বরাদ্দ অতিরিক্ত অর্থের দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশের ফলে সরকারের ১,৫৭,৭০,৮৩৮ (এক কোটি সাতান্ন লক্ষ সত্তর হাজার আটশত আটত্রিশ) টাকার দেনা সৃষ্টি।

বিষয়বস্তু ঃ

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৪টি কার্যালয়ের ২০০০—০৫ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায়, বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সরকারের ১,৫৭,৭০,৮৩৮ টাকার দায়দেনা সৃষ্টি করা হয়েছে [(পরিশিষ্ট-৪(ক) হতে (ঘ) দ্রষ্টব্য)]।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- জি.এফ.আর বিধি-৯ এর নির্দেশানুযায়ী বরাদ্দের অতিরিক্ত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের দায়দেনা সৃষ্টি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- বিভিন্ন সড়কের অবস্থা নাজুক হওয়ায় যানবাহন চলাচলের ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- চাহিদামাফিক বরাদ্দ না থাকায় বরাদ্দের অতিরিক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- বিভাগীয় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা জিএফআর এর নির্দেশের পরিপন্থীভাবে বরাদ্দের অতিরিক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে সরকারের দায়দেনা সৃষ্টি করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ৫ঃ

শিরোনাম ঃ বাৎসরিক কর্মসূচী বহির্ভূত কার্যসম্পাদনকরতঃ বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও বিল পরিশোধ ৩২,৭১,৭৩১ (বত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার সাতশত একত্রিশ) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, পটুয়াখালী কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, বাৎসরিক কর্মসূচী অনুমোদন ব্যতিরেকে বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অনিয়মিতভাবে সম্পাদিত কাজের বিল পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৫ দ্রষ্টব্য)।
- এতে বিধি বহির্ভূতভাবে সরকারের মোট ব্যয় হয়েছে ৩২,৭১,৭৩১ টাকা।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- বাৎসরিক কর্মসূচী বহির্ভূত কার্যসম্পাদনকরত ঃ বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও বিল পরিশোধ।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- প্রাপ্ত তহবিলের অনুকূলে পিপিভুক্ত কাজের প্রাক্কলন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত। সরকারি উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সরকারি অর্থের অপচয় হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজগুলি কোন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়।
- কাজগুলি ২০০৪-২০০৫ সালের কর্মসূচীভুক্ত ছিল না এবং ব্যয়ের সপক্ষে কোন সুনির্দিষ্ট বরাদ্দও নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বাৎসরিক কর্মসূচী বহির্ভূত এবং বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও ও ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে কাজ হাতে নেয়া এবং সম্পাদিত কাজ এর বিল পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ৬

শিরোনাম একনেক কর্তৃক অনুমোদিত মূল প্রকল্প হতে বাদ দেয়া অংশে অনিয়মিতভাবে প্রাক্কলন সংশোধনের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ দেখিয়ে পরিশোধ ১,৬৪,৬৩,৩১২ (এক কোটি চৌষট্টি লক্ষ তেষট্টি হাজার তিনশত বার) টাকা ।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, মানিকগঞ্জ কার্যালয়ের ২০০৪-০৫ অর্থবৎসরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে পাটুরিয়া ফেরী ঘাটসহ লঞ্চ টার্মিনাল সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের রেকর্ডপত্র ও সংশোধিত প্রাক্কলন ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, একনেক কর্তৃক অনুমোদিত মূল প্রকল্প হতে ১.৫০ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্যের পাটুরিয়া-দাশকান্দি সড়ক বাদ দেয়া হয়।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- পরবর্তীতে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভেরিয়েশন অর্ডারের মাধ্যমে উল্লেখিত বাদ দেয়া ১.৫০ কি. মি. দৈর্ঘ্যর কাজ অনুমোদন দেখিয়ে মোট ১,৬৪,৬৩,৩১২ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৬ দ্রষ্টব্য)।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জনান যে, যোগাযোগ মন্ত্রী মহোদয়ের লিখিত নির্দেশের প্রেক্ষিতে দরপত্র আহবান ও ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। একনেক কর্তৃক অনুমোদিত কাজের অতিরিক্ত কোন কাজ করার অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা অন্য কর্তৃপক্ষের নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- মূল পিপি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন না করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ৭

শিরোনাম পিপি অনুমোদন ব্যতীত বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যয় ৮৭,৫৯,৩৯৪ (সাতাশি লক্ষ উনষাট হাজার তিনশত চুরানব্বই) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩টি বিভাগে পিপি অনুমোদন ব্যতীত ও ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে মোট ৮৭,৫৯,৩৯৪ টাকা ব্যয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৭(ক) হতে (গ) দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগের স্মারক নং অম/আর/উঃসঃস্বাঃ/৩/৯৬/২৬ তাং ২২-২-২০০০ এর অনুঃ ৪ অনুসারে পিপি অনুমোদন ব্যতীত কোন টাকা পরিশোধ করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট কাজসমূহ অবশ্যই পিপিতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। আলোচ্যক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুসারে বিভাগের অধীনে জেলা সড়কের পিপি প্রস্তুত করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
- নদী ভাঙ্গন কবলিত স্থানে জরুরী সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ব্রিক পেভমেন্ট এর কাজ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- সড়ক বিভাগের জবাবে অডিট আপত্তির বস্তুনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃতি লাভ করেছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পিপি অনুমোদন ব্যতীত সম্পাদিত কাজে অনিয়মিত ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ৮

শিরোনাম ঃ মন্ত্রণালয় ও প্রধান প্রকৌশলীর আদেশ উপেক্ষা করে টেন্ডার বহির্ভূত কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ ৪৪,৭৫,৭৩৩ (চুয়াল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সাতশত তেত্রিশ) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ২টি কার্যালয়ে টেন্ডার বহির্ভূত কাজে (কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ ২৩-৪-২০০২ এবং ১১-৪-২০০২) ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে মোট ৪৪,৭৫,৭৩৩ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৮(ক) হতে (খ) দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং বিপিআরটি/১এম-৭/৯১/১২৭, তাং ১৮-৩-৯১ এবং প্রধান প্রকৌশলী এর স্মারক নং ৪৮৩ মই তাং ২৮-১০-৯৭ ইং মোতাবেক টেন্ডার বহির্ভূত কাজ করতে হলে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আবশ্যক। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (সওজ), চট্টগ্রাম জোন এর অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ও প্রধান প্রকৌশলীর আদেশ উপেক্ষা করে টেন্ডার বহির্ভূতভাবে কাজে অনিয়মিতভাবে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ৯

শিরোনাম ঃ ইজারা চুক্তি মূল্য অপেক্ষা বিভাগীয়ভাবে কম টোল আদায়জনিত ক্ষতি ২০,৪৪,৬৮৬ (বিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ছয়শত ছিয়াশি) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, গাজীপুর কার্যালয়ের ২০০৪-০৫ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায়, মজনুশাহ সেতুর ইজারা সংক্রান্ত দরপত্রের তুলনামূলক বিবরণী অনুমোদন না করে ঠিকাদার মেসার্স ন্যাশনাল বিল্ডার্স এর সাথে বাৎসরিক ১,০১,৪৮,০০০ টাকার ইজারা চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।
- ইজারার মাসিক মূল্য ৮,৪৫,৬৬৭ টাকা হিসাবে ৬ মাস ৯ দিনে (৩-৮-২০০৫ হতে ১১-২-২০০৬ পর্যন্ত) আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ ৫৩,২৭,৭০২ টাকা।
- বিভাগীয়ভাবে ৬ মাস ৯ দিনে টোল আদায়ের পরিমাণ ৩২,৮৩,০১৬ টাকা।
- ফলে ঠিকাদার হতে আদায়যোগ্য অর্থ অপেক্ষা বিভাগীয়ভাবে কম আদায় করা হয়েছে (৫৩,২৭,৭০২-৩২,৮৩,০১৬) =২০,৪৪,৬৮৬ টাকা (পরিশিষ্ট-৯ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের ২৯-০৬-২০০৪ তারিখের নীতি নির্ধারণী ও দিক-নির্দেশনামূলক পত্রের ক্রমিক নং৭ মোতাবেক সেবা প্রদানকারী সংস্থা কোন অনিয়মের আশ্রয় নিলে পদ্ধতিগত অভিযোগের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইজারা চুক্তিমূল্য অপেক্ষা বিভাগীয়ভাবে কম টোল আদায়ে সরকারি রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- বিভিন্ন অফিসিয়াল অনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন, দরপত্র আহ্বান, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ও অনুমোদনের পর ঠিকাদারের নিকট সেতুর টোল আদায়ের জন্য চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় অফিসের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আদায়যোগ্য ইজারা মূল্য অপেক্ষা বিভাগীয় টোল কম আদায়ের কারণে সরকারি রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিভাগীয় টোল কম আদায়জনিত ক্ষতির সাথে জড়িত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ কম আদায়কৃত টোলের টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১০

শিরোনাম ঃ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে একই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ২২.৮৯% অধিক মূল্যের সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদনপূর্বক অনিয়মিতভাবে ব্যয় নির্বাহ ১৭,১৮,৯৭৬ (সতের লক্ষ আঠার হাজার নয়শত ছিয়াত্তর) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) সড়ক সার্কেল সিলেট অফিসের ২০০২—০৫ সালসমূহের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায়, ফেঞ্চুগঞ্জ-রাজনগর-মৌলভীবাজার শ্রীমংগল সড়কের ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ কাজের জন্য অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত প্রাক্কলিত মূল্য ৭৫,০৭,০৮৭ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- পরবর্তীতে সংশোধিত কার্যমূল্য ২২.৮৯ % অধিক অর্থাৎ ৯২,২৬,০৬৩ টাকার প্রাক্কলন একই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।
- ফলে (৯২,২৬,০৬৩-৭৫,০৭,০৮৭)=১৭,১৮,৯৭৬ টাকার অতিরিক্ত কাজ করা হয়েছে।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং বি পি আর, টি/৪-সি-২১/৮০-১৮০, তাং ১১-০৩-৯০ এর অনুচ্ছেদ নং ২ ও ৩ মোতাবেক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত কাজের চেয়ে বাস্তবায়নযোগ্য কাজ ১০% এর অধিক হলে দরপত্র গ্রহিতার একধাপ উপরের কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আলোচক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জোনাল প্রধান এবং বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকারি কাজের স্বার্থে প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদন করেন।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী উল্লিখিত কাজ অনুমোদনের জন্য অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ক্ষমতাপ্রাপ্ত নন বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজের অনুমোদন দেয়ার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ১১

শিরোনাম ঃ কোডাল বিধি উপেক্ষা করে কোন প্রকার প্রাক্কলন অনুমোদন ও টেন্ডার আহ্বান ছাড়াই কার্যাদেশ প্রদানকরতঃ অনিয়মিতভাবে ব্যয় ১৫,৮৬,১৪৮ (পনের লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশত আটচল্লিশ) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ) সড়ক বিভাগ, ফেনী কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায়, ২০০২-২০০৩ অর্থবৎসরে ঢাকা চট্টগ্রাম (পুরাতন)মহা-সড়কের (৯৯তম ও ১০০তম কিঃমিঃ) এ মেরামতসহ সীল কোট কাজের প্রাক্কলনটি ৯-১১-২০০২ তারিখে প্রস্তুত ও ৩-২-২০০৩ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কর্তৃক ১৬,৭২,৬৩৩ টাকায় অনুমোদন দেয়া হয়।
- কাজটি ৫% নিম্ন দরে ১৫,৮৯,০০১ টাকায় মেসার্স রহমান এন্ড ব্রাদার্সকে কার্যাদেশ (কার্যাদেশ নং সি-৭/১৮৪৫ তারিখঃ ১৬-১১-২০০৩) প্রদান করা হয়।
- পরে উক্ত কাজের পরিবর্তে একই ঠিকাদারকে ছাগলনাইয়া মুহুরীগঞ্জ (২য়, ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম কি. মি.) সড়কে মেরামত কাজের কার্যাদেশ (কার্যাদেশ নং সি-০৭/১৬৫০ তাং-১৮-১০-২০০৪) দেয়া হয়।
- উক্ত কাজের জন্য কোন প্রকার প্রাক্কলন অনুমোদন ও টেন্ডার আহবান করা হয়নি এবং এ কার্য সম্পাদনের বিপরীতে ১৫,৮৬,১৪৮ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- এখানে উল্লেখ্য যে, ১ম কার্যাদেশকৃত সড়কটি হলো জাতীয় মহাসড়ক এবং স্থানান্তরিত সড়কটি হলো ফিডার সড়ক যা বর্তমানে জেলা সড়কে রূপান্তরিত হয়েছে।
- ২টি রাস্তার স্পেসিফিকেশন এক নয় তাই প্রাক্কলনও এক হওয়ার কথা নয়।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সি, পি, ডব্লিউডি কোডের অনুচ্ছেদ-৫৬ মোতাবেক কোন কাজ সম্পাদন করার পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিস্তারিত প্রাক্কলন প্রস্তুত ও অনুমোদন করা আবশ্যক।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- প্রাক্কলনে উল্লেখিত সড়কের ৯৯তম ও ১০০তম কিঃ মিঃ এ পি এম পি (Periodic Maintenance Programme) এর আওতায় কাজ করার কারণে একই সড়ক সংলগ্ন সি এম সড়কের প্রয়োজনীয় অংশ অনুমোদিত প্রাক্কলন ও দরপত্রের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।
- প্রাক্কলন অনুমোদন বা টেন্ডার ছাড়া কাজ করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব সঠিক নয়। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কাজটি প্রাক্কলন অনুমোদন ও দরপত্র আহবানের মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- কিন্তু উক্ত কাজ পরিবর্তন করে ছাগলনাইয়া মহুরীগঞ্জ সড়কে কাজ করার জন্য যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, তার কোন প্রাক্কলন প্রণয়ন ও অনুমোদন এবং কোন দরপত্র আহবান বা আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ গুরুতর অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ১২

শিরোনাম ঃ আবাসিক টেলিফোনে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত কল বিল বাবদ অর্থ আদায় করা হয়নি ১০,৬২,৯২৫ (দশ লক্ষ বাষট্টি হাজার নয়শত পঁচিশ) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০০৪-০৫ অর্থবৎসরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, জনাব তাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ) চট্টগ্রাম এর আবাসিক টেলিফোন নম্বর ৬১৫০৫৭ এর বিপরীতে ৯/৯৮ মাস হতে ০৬/২০০৩ মাস পর্যন্ত সময়ে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ১০,৬২,৯২৫.৫০ টাকার কল করা হয়েছে।
- এজন্য নিরীক্ষাধীন বিভাগ কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি (পরিশিষ্ট-১০ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সমন্বিত সরকারি টেলিফোন নীতিমালা, ১৯৯৩ এর অনুঃ ৮ (খ) মোতাবেক আবাসিক টেলিফোন বিল বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা হয়নি।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র লেখা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ যথাসময়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আবাসিক টেলিফোন বিল বাবদ উক্ত বকেয়া টাকা অনাদায়ী থাকত না এবং সিলিং সীমাতিরিক্ত ব্যয় বাবদ উক্ত টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে আদায়ের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আবাসিক টেলিফোন বিল বাবদ বকেয়া অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ১৩

শিরোনাম ঃ ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ কাজের দু'টি চুক্তির একটিতে ব্রিক সোলিং এবং অন্যটিতে হেরিং বন্ড ব্রিকস্ উঠানো না দেখানোর ফলে সরকারের ক্ষতি ৪,৩০,৫১৬ (চার লক্ষ ত্রিশ হাজার পাঁচশত ষোল) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, বাগেরহাট কার্যালয়ের ২০০৪-০৫ অর্থবছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় দেখা যায়, একই রাস্তার (চেইনেজ ১২তম হতে ১৫তম কিঃমিঃ) ২(দুই)-টি কাজের মধ্যে ১(এক)-টিতে ব্রিক সোলিং এবং অন্যটিতে হেরিং বন্ড ব্রিকস্ উঠানো না দেখানোর ফলে সরকারের ৪,৩০,৫১৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-১১ দ্রষ্টব্য)।
- ইট বিছানো রাস্তায় (এইচবিবি রাস্তায়) ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ করতে হলে এজিং, ব্রিক সোলিং ও এইচ বি বি উঠানো আবশ্যক। এক্ষেত্রে তা দেখানো হয়নি।
- ফলে উল্লিখিত কাজে প্রাপ্তব্য ইটের মূল্য বাবদ উক্ত টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- জি এফ আর ১০ ধারা অনুযায়ী সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক নীতিমালা অনুসৃত হয়নি।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- রাস্তাটি জেলা পরিষদ কর্তৃক সোলিং ও এইচবিবি এর মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়েছিল। সড়কটি পরিদর্শন শেষে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- সোলিং ছাড়া এইচবিবি রাস্তা হয় না এবং এইচবিবি ছাড়া শুধু সোলিং রাস্তা হয় না বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- সোলিং ও এইচবিবি রাস্তা ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট করতে হলে সোলিং ও এইচবিবি উঠানো দরকার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটিতে সোলিং ও অন্যটিতে এইচবিবি উঠানো দেখানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ১৪

শিরোনাম সাইট অফিস না থাকা সত্ত্বেও সংশোধিত প্রাক্কলনে সাইট অফিসের কাজ অন্তর্ভুক্ত করে বিল পরিশোধজনিত ক্ষতি ৩,০২,৭৩৯ (তিন লক্ষ দুই হাজার সাতশত উনচল্লিশ) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, বাগেরহাট কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায়, বাগেরহাট-চিতলমারী সড়কে সাইট অফিস না থাকা সত্ত্বেও উক্ত সড়কে ৪র্থ (অঃ), ৫ম (অঃ) ৬ষ্ঠ (অঃ) কি. মি. পেভমেন্ট দ্বারা শক্তিশালীকরণ কাজের সাথে Infront of office উল্লেখ করে বিভিন্ন কাজের মেজারমেন্ট ধরে সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদন ও বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- এতে সরকারের ৩,০২,৭৩৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-১২ দ্রষ্টব্য)।
- সড়কের বিভিন্ন অংশে পেভমেন্ট শক্তিশালীকরণ কাজের সাথে বিভিন্ন কাজ ধরে সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদনের অবকাশ নেই।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সাইট অফিস না থাকা সত্ত্বেও সংশোধিত প্রাক্কলনে সাইট অফিসের কাজ অন্তর্ভুক্ত করে বিল পরিশোধ।

কর্তপক্ষের জবাব ঃ

- বাস্তব কাজের স্বার্থে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদনক্রমে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সংশোধিত প্রাক্কলনে যে অতিরিক্ত কাজ সম্পাদন দেখানো হয়েছে সে কাজের নাম ও যৌক্তিকতা উল্লেখ থাকতে হবে। আলোচ্যক্ষেত্রে তা না করে অফিসের সামনে বিভিন্ন কাজের মেজারমেন্ট দেখিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সংশোধিত প্রাক্কলনে রাস্তাবিহীন অতিরিক্ত কাজের মেজারমেন্ট নিয়ে বিল পরিশোধকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

তারিখ ঃ.....বঙ্গাব্দ / খ্রিস্টাব্দ

তারিখঃ ১৮.০৩.২০০৮ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত

(মোঃ আব্দুল বাছেত খান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১৮টি নির্বাহী প্রকৌশলী অফিসের ২০০৪-২০০৫ অর্থবৎসরের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে ভাউচিং নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনয়ন করাই এই নিরীক্ষার মূল্য উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃংঙ্খলা আনয়ন এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এই রির্পোটটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ আব্দুল বাছেত খান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখ ঃ ০৪-১২-১৪১৪ বঙ্গাব্দ / ১৯-০৩-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

বাঃসঃমুঃ ২০০৭/০৮-৩০১৬কম/এ-৭১৩ কপি, ২০০৭।